সংবাদ

29 APR 2017
১৬ ৬

সেশনজটে অস্থিতিশীল পরিবেশ

মারাত্মক ইমেজ সংকটে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছে অন্যত্র

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

ইমেজ সংকটে পড়েছে উত্তর জনপদের অন্যতম নবীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ভয়াবহ সেশনজট, অস্থিতিশীল পরিবেশ, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধাসহ নানান সমস্যার কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষেই শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্যত্র চলে গেছে। আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করার আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। ফলে অব্যাহতভাবে শিক্ষার্থীর আসন শূন্য হওয়ার কারণে ভর্তির জন্য অষ্টম মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে গত কয়েক বছর ধরে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এবার ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য ৬ মাস আগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উল্টো ভর্তি হওয়া অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে। রেজিস্ট্রার দফতর সূত্রে জানা গেছে, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য ২০১৬ সালের ১৩-১৭ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলাফল প্রকাশ করা হয় ২৪ নভেম্বর। এরপর চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি থেকে ৬টি অনুষদভুক্ত ২১টি বিভাগে প্রায় ১২শ আসনের জন্য ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ভর্তি শুরুর এক মাস পর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে নবীনদের ক্লাসও শুরু করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ইমেজ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

ইমেজ : সংকটে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অতিবাহিত হলেও এখনও ভর্তি কার্যক্রম সমাপ্ত করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উল্টো চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্যত্র চলে গেছে। সবশেষ গত বুধবার অষ্টম মেধা তালিকা পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চালানো হয় বলে জানা গেছে। এদিকে, ভর্তি পরীক্ষার ৬ মাস এবং ক্লাস শুরুর ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও ভর্তি কার্যক্রম চলমান থাকায় শিক্ষাকার্যক্রম বিপর্যের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খোদ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন শিক্ষক জানান, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়া করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, একের পর এক মেধা তালিকা প্রকাশের পরেও দীর্ঘদিন থেকে নির্দিষ্ট আসনের বিপরীতে ভর্তি সম্পন্ন করা যাচ্ছিল না। কয়েকটি অনুষদের সপ্তম মেধা তালিকা পর্যন্ত ভর্তি করানো হয়। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হলেও উপাচার্য জটিলতার কারণে দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সম্প্রতি শুরু হয়। হাবিপ্রবিসহ অন্যান্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চান্স পাওয়ামাত্র কয়েকশ শিক্ষার্থী তাদের প্রয়োজনীয় মূল সনদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তুলে নেয়। ফলে আবারও আসন খালি থাকার সম্ভাবনা বুঝতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ কারণে গত ১৪ এপ্রিল একটি জাতীয় দৈনিকে ১৭ তারিখের মধ্যে মূল সনদপত্র ফেরত না দিলে ভর্তি বাতিল করা হবে মর্মে বিজ্ঞপ্তিও দেন রেজিস্ট্রার দফতর। পরবর্তীতে দেখা গেছে শতাধিক শিক্ষার্থী তাদের ভর্তি বাতিল করেছেন। ফলে বাধ্য হয়ে গত ২০ এপ্রিল আবার অষ্টম মেধা তালিকা প্রকাশ করে ভর্তি কমিটি। যেখানে শতাধিক শিক্ষার্থীকে ২৬ এপ্রিলে ভর্তি করানোর কথা বলা হয়।

ভর্তি বাতিল করা একাধিক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, সেশনজট ও সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করেই অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন তারা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভাগগুলোতে ভয়াবহ সেশনজট, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানামুখী আন্দোলনের কারণে বিভিন্ন সময়ের অস্থিতিশীল এবং উত্তপ্ত পরিবেশ, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধাসহ নানাবিধ সমস্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা ক্রমাগতভাবে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অন্যদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অনুষদসহ কয়েকটি বিভাগ বাদে বাকি বিভাগগুলোতে ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়েছে। বিশেষ করে, এখানকার বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোতে সেশনজটের মাত্রা চরমে উঠেছে। দুই থেকে তিন বছরের সেশনজটে পড়েছে বিভাগগুলো। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভর্তি বাতিল করা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ করে রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত বিভাগের বলে জানা গেছে। রসায়ন বিভাগ থেকেই দীর্ঘদিন ক্লাস করার পর এ বছর ১৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে চলে গেছে বলে বিভাগটির সেকশন অফিসার মো. আনিসুর রহমান নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে ভর্তি বাতিল করে দিনাজপুর হাবিপ্রবিতে বিএসসি ইন এগ্রিকালচার বিষয়ে ভর্তি হওয়া জয়দেব চন্দ্র নামের এক শিক্ষার্থী জানান, মূলত সেশনজটের কথা চিন্তা করেই সেখান থেকে চলে আসা। তাছাড়া সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও চিন্তা-ভাবনা করেই এখানে ভর্তি হয়েছি। এখানে (হাবিপ্রবি) ল্যাব, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তিসহ বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায় বলেই চলে এসেছি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহম্মদ ইব্রাহীম কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, 'ভর্তি কার্যক্রম গত মাসেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাবিপ্রবির ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর অনেকেই ভর্তি বাতিল করার আবেদন করে। পরবর্তীতে দেখা যায় শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করেছে। তাই নতুনভাবে ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হয়।' তিনি আরও জানান, গত বুধবারও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করার আবেদন করেছে, কেউ যদি বছরের মাঝামাঝি সময় এসে ভর্তি বাতিল করলে তো কিছু করার থাকে না।